ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৭৮৮
আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠ উৎসবের সূচনা

মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠ আমাদের সমাজের একটি প্রাচীন গ্রামীণ ধর্মীয় সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি পরম্পরাগত ভাবে আমাদের সমাজের সুস্থ ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজ বনকুমারী নাট মন্দিরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আগরতলা পুরনিগম ও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় দু'দিনব্যাপী মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠ উৎসব-২০২৫ এর সূচনা করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার একথা বলেন। তিনি বলেন, এই সংস্কৃতি সমাজ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তাই আমাদের এই প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই শিল্প সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না।এই সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আমাদের সমাজও অসুস্থ সংস্কৃতির কবলে পড়ে অবক্ষয়ের দিকে চলে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই সংস্কৃতির বীজ ধারাবাহিক ভাবে প্রোথিত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য এই ধরণের সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে শুধুমাত্র পাঁচালী পাঠের মধ্যে এই প্রতিযোগিতাকে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা বা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা রাখার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বপ্না দাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস (দত্ত), পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য দেবব্রত বণিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ৫ জন মহিলাকে গৃহলক্ষ্মী সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গৃহলক্ষ্মী পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাগণ হলেন অজন্তা আচার্য, রিংকু ঘোষ, পার্বতী দাস, তাপসী সাহা এবং মীরা সরকার। বিশিষ্ট অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। গীতা পাঠ ও সত্যনারায়ণ পাঁচালী পাঠ এর মধ্য দিয়ে আজকের মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠের প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি শুরু হয়। আজ ১২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। দু'দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে।

******